3-12-48

রঙ্গশ্রী কথাচিত্রের

পদ্মা নদীর

S. DEY-STUDIO.

রঙ্গশ্রী কথাচিত্রের নিবেদন

পদ্মা প্রমত্তা নদী

প্রযোজনা : সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ, কমল বসু

কাহিনী : সুবোধ বসু

সুরসৃষ্টি : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

গীতিকার : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, তড়িৎ কুমার ঘোষ

সঙ্গীতানুসরণ : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

ব্যবস্থাপনা : জিতেন গল

রূপসজ্জা : ত্রিলোচন পাল, কার্ত্তিক দাস

চিত্রায়ন : রামানন্দ সেনগুপ্ত

শব্দানুলেখন : ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়

ধারারক্ষা : বিশ্বনাথ চৌধুরী

শিল্পনির্দ্দেশ : হরিপদ ভট্টাচার্য্য

সম্পাদনা : বিশ্বনাথ নায়ক

কর্ম্মসচিব : শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : প্রভাস ভট্টাচার্য্য

স্থির চিত্র : বিশ্বনাথ ও মধু ধর

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, বিজলী মুখোপাধ্যায়

শব্দানুলেখনে : কৃষ্ণ প্রধান, নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনায় : নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য্য

চিত্রায়নে : প্রমথ দাস, প্রফুল্ল সিংহ

ব্যবস্থাপনায় : নীতিপূর্ণ বড়ুয়া, অনিল ভট্টাচার্য্য

শিল্পনির্দ্দেশে : তরুণ দত্ত

রূপায়নে :

দীপক * শিপ্রা * বিপিন গুপ্ত * প্রীতিধারা * জীবেন * নরেশ (এন. টি.) * রাধারাণী * সুপ্রভা সাধন, দেবী প্রসাদ, অজিত, বিশ্বনাথ, পঞ্চানন, শৈলেন, সদানন্দ, সিধু, বাণীবাবু, ঋষি দাস, অরবিন্দ, দেবেন সরকার, দেবেন বসু, শিশির বটব্যাল (এঃ) লক্ষ্মী শ্রীমানী, সুধাংশু, মণিকা, শান্তা, রমা ব্যানার্জ্জী, ছবি রায়, (এন. টি.), বিজিতা, অমর দাস, অনুপকুমার, আশু বসু ও মাষ্টার লক্ষ্মী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বঙ্গীয় পশু হাঁসপাতাল, ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ার ওয়েজ কর্পোরেশন, ন্যাশনাল সীট মেটাল ওয়ার্কস, কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত

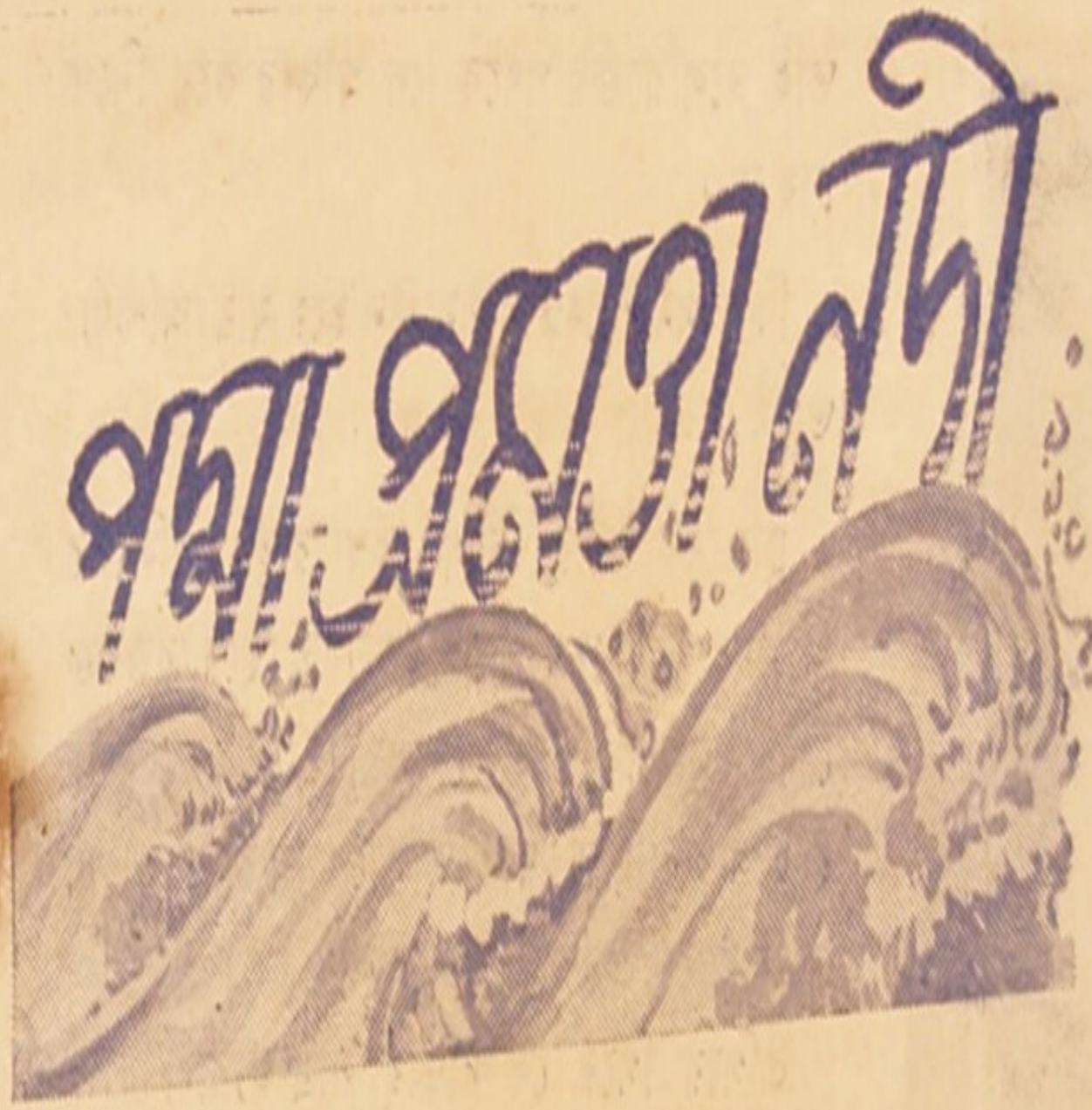

প্রমত্তা নদী পদ্মা—কীর্ত্তিনাশা তার নাম—তাই তার রাক্ষসী ক্ষুধায় সে ভেঙে চুরমার করে দেয় বীরগঞ্জকে—হেমাঙ্গিনীর সাধের স্বপ্নকে।

কিন্তু পদ্মার কাছে হার মানতে রাজী নন্ দুর্গা-প্রসন্ন। নিজের শক্তি দিয়ে, সমগ্র উদ্যম দিয়ে তিনি গ'ড়ে তোলেন কোটাল-ভিটের নতুন পত্তনি। আর এই ভাঙা-গড়ার খেলার মধ্য দিয়েই রচিত হয়ে উঠে দুর্গাপ্রসন্নের সন্তান রাজার জীবন।

দিগন্ত-বিস্তীর্ণ পদ্মার বুকে জেলেদের সাহচর্য্যে, মা-কালীর অন্ধকার টানে আর যমুনা বৈষ্ণবীর বেদনাবিধুর মাতৃহৃদয়ের স্পর্শে রাজা পায় পৃথিবীর আস্বাদ। কূল-ভাঙা পদ্মার স্রোত সঞ্চারিত হয়ে যায় তার রক্তের মধ্যে, ভাঙবার উদ্দামতায়, গড়বার উল্লাসে।

পদ্মার প্রবাহ আসে গঙ্গার প্রাণধারায়। শিশু রাজা আজ তরুণ রজতপ্রসন্ন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র সে—হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের বাসিন্দা।

উনিশ-শো ত্রিশ সাল তখন। রাজনৈতিক আন্দোলন বইছে দ্বিমুখী পথে। এক দিকে বাংলার বিপ্লবীদের রিভলভারের গর্জ্জনে আগামী চট্টগ্রামের ব্যঞ্জনা, অন্যদিকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের তরঙ্গোচ্ছ্বাস—যুগ-নায়ক মহাত্মা গান্ধী তার পুরোভাগে।

রজতের জীবনেও আসে এই দো-টানার আবেগ।

হোষ্টেলের নানা বিচিত্র চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে যেন ঢেউয়ের মুখে দুলতে থাকে রজতের জীবন।

সত্যাগ্রহী সুনন্দ; সাম্যবাদী সমর। ইন্‌ফর্মার মনোরঞ্জন আর বিপ্লবী পূর্ণানন্দ। পূর্ণানন্দ রজতকে টানতে চায় বিপ্লবী দলে, পরিচয় করিয়ে দেয় তাদের নেতা অসিতদা'র সঙ্গে। কিন্তু রজতের মন মানে না। দেশকে সে ভালোবাসে,

তাই বলে রক্তের পথকে সে স্বীকার করে নিতে চায় না।

কিন্তু সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আশ্চর্য্য-ভাবে।

ছাত্রদের ওপর চলে অশ্বারোহী পুলিশের আক্রমণ—বেটনের ঘায়ে জর্জ্জরিত হয়ে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ে ছেলেরা। নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না রজত—তার রক্তে জাগে প্রমত্তা পদ্মার দোলা।

এগিয়ে গিয়ে সে দাঁড়ায় সাম্রাজ্যবাদী বর্ব্বর আক্রমণের সামনে।

তার মাথার ওপর নামছে অশ্বারোহী সার্জ্জেন্টের বেটন। অকম্পিত দাঁড়িয়ে থাকে রজত। ইতিমধ্যে কোথা থেকে বিদ্যুৎ চমকের মতো আবির্ভূত হয় একটি অগ্নিরূপিণী মেয়ে। সার্জ্জেন্টের ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরে শাণিত কণ্ঠে বলে, "No, No, you can't ! you can't !"

সুমিত্রা ! দীপ্ত তলোয়ার যেন !

নতুন পথে বয় পদ্মার স্রোত।

মুহূর্ত্তে সুমিত্রার সেই মহিমান্বিতা মূর্ত্তি অগ্নি রেখায় আঁকা হয়ে গেল রজতের বুকের মধ্যে। রজত বুঝতে পারে সুমিত্রাকে না হলে তার চলবে না।

কিন্তু ইস্পাতে গড়া সুমিত্রা—কাদার তাল নয়। বর্ষামুখরিত একটি সন্ধ্যায়, রজতের সমস্ত দুর্ব্বলতাকে ছিন্ন-

বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে জানায়: "আমি সৈনিক, ঘর বাঁধবার সময় আমার নয়"!

বর্ষার ধারার মধ্যে ছুটে আসে রজত।

ওদিকে বিশ্বাসঘাতক মনোরঞ্জন পুলিশে ধরিয়ে দেয় পূর্ণানন্দকে। পুলিশ আসে রজতের কাছে বিপ্লবীদের সন্ধান জানতে।

জমিদার দুর্গাপ্রসন্নের ছেলে রজতপ্রসন্ন দাঁড়ায় শিরদাঁড়া শক্ত করে। কঠিন কণ্ঠে বলে, "বিপ্লবীদের পথ আমার নয়, কিন্তু ট্রেটার আমি হতে পারব না।" কেউ টলাতে পারে না তাকে। পুলিশের অফিসার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জিতেন বাবু, পিতৃবন্ধু সত্যানন্দ আর তাঁর মেয়ে—রজতের গোপন অনুরাগিণী—মন্দার চোখের জল—সব মিথ্যে হয়ে যায় সেই দৃঢ় পৌরুষের কাছে।

নির্ভয়ে কারাবরণ করে নিরপরাধ রজত।

আর সেই কারাবরণ বয়ে আনে তার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বরণমাল্য। বন্দীশালায় এসে তার পায়ে

নিজের শ্রেষ্ঠ প্রণাম নিবেদন করে দেয় দর্পিতা সুমিত্রা, সীমন্তে এঁকে নেয় রজতের দেওয়া সিঁদুরের রেখা। বলে, "তুমি এসো—তোমার পথ চেয়ে আমি থাকব—"

কিন্তু—

মৃত্যু এসে দাঁড়ায় কালো ছায়া নিয়ে। সব কিছু পাওয়ার পরম মুহূর্ত্তে সব কিছু হারিয়ে যায় রজতের। সুমিত্রা নেই। তার প্রতীক্ষা এ-জীবনে আর সার্থক হয়ে উঠল না।

রজতের পায়ের নীচে কি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে পৃথিবী? আকাশ-পাতাল কি পাক খাচ্ছে আকারহীন, অর্থহীন শূন্যতায়? চোখের সামনে কি তার শুধুই রাশি রাশি অন্ধকার?

পদ্মার প্রবল স্রোত কি শুকিয়ে মরে যাবে? উন্মাদ প্রাণগতি কি হারিয়ে যাবে ব্যর্থতার সাহারায়?

না—তার আকাশে অপেক্ষা করে আছে আর কোনো নতুন সূর্য্যোদয়—পদ্মার প্রবাহ এগিয়ে চলেছে গণ-সমুদ্রের কোন সফলতার মোহনায়?

প্রমত্তা নদীর গতিধারায় তাই লক্ষ্য করুন।

কইলকাত্তাতে না যাইও ভাই, যাইও না রে কেউ
(ও মাঝি ভাই) দিয়া সাত দরিয়া পাড়ি
ময়নামতীর মুলুক সে যে, ভেল্‌কি ভুলার ছাশ
(যেথা) ভানুমতীর বাড়ি।
(সেথা) পথে পথে লাগায় ধাঁধা
ইঁট পাথরে আকাশ বাঁধা……রে
(সেথা) বনের ছায়া মেয়ের মায়া
লয় না পরাণ কাড়ি।
সেই ছাশেতে নাই তো রে হায় পদ্মা নদীর ঢেউ
(ও মাঝি ভাই) নাই তো সবুজ ধান,
কাজলা মেঘে ছায় না দোলা উতল পাগল বাও
(তোর) নাইরে ভাইটাল গান।
(সেথা) নাই তো রে ভাই মনের মানুষ,
(সব) হাওয়ায় ভরা ফাঁকির ফানুস,
পদ্মা মায়ের দুলাল মোরা, মাটিই মোদের খাঁটি
যাইও না তায় ছাড়ি—
ও মাঝি ভাই॥

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

উঠিতে বসিতে শয়নে স্বপনে গোপাল গোপাল করি
অকারণে কিবা কোন সে কারণে দুটি আঁখি যায় ঝরি
গোপাল গোপাল করি।
কাঁদিয়া যশোদা কয় ওরে ও গোপাল
তুই বিনা মোর সকলি আঁধার হয়
আঁধার দেখি, এক চাঁদ বিনা আঁধার দেখি
লাখ চাঁদো থাক, এক চাঁদ বিনা আঁধার দেখি॥
কত যে অবুঝ তুই কাঁচা সোনা কি বলে বুঝাব বল
মায়ের পরাণ বাছার লাগিয়া কেন যে এত উতল
(তারে) কি বলে বুঝাব বল।
কণ্ঠ জড়ায়ে না যদি রহিস কণ্ঠ থামিয়া যায়
জড়ালে আবার হয় যে কি জ্বালা প্রাণে বাঁচা মোর দায়
জ্বালাতে যে তোর মরি
ও গোপাল গোপাল গোপাল গোপাল করি॥

—তড়িৎ কুমার ঘোষ

ওরে আয়, আয়রে গোপাল আয়
দিবসের আলো আঁধারে মিলালো বেলা যে রে চলে যায়।
আয়রে সাধের চিরসুধা, আয়রে গোপাল আয়
আয়রে আমার নীলমণি, আয়রে গোপাল আয়।
পথ পানে চেয়ে দুয়ার ধরিয়ে যশোদা দাঁড়ায়ে কাঁদে
(যেন) দুটি আঁখিনীরে বাঁধিবারে চায় চপল কৃষ্ণ চাঁদে
আয়রে সাধের নীলমণি—আয়রে গোপাল আয়।
কানু যদি কেঁদে ওঠে, বলে নে মা কোলে নে গো।
কে বা তারে কোলে তুলে আঁখি মুছাবে গো।
(তার) এমন আপন কেবা আছে, আঁখি মুছাবে গো।
তাপিত পরাণ মম শীতলিতে সুশীতল
আয় বাছা, মোর কোলে আয়, আয় রে—
ছেড়ে দিয়ে তোরে হায় করিনু যে অপরাধ
হিয়া তাহে যায় ভেঙ্গে যায় যায় রে।
আয় বাছা মোর কোলে আয় রে।

—তড়িৎ কুমার ঘোষ

মুকুলের কানে ঐ মৌমাছি আনে সুর
লাগে দোলা লাগে।
আজি মোর অঙ্গনে এলো এলো বুঝি পান্থ এলো
পুলকিত রঙ্গনে এলো এলো বুঝি পান্থ এলো
স্বপ্নের ছায়াতে অন্তর জাগে।
বিকশিত মাধবীর উদাসী এ সৌরভ
আজ মোরে দিল ওগো নব জয় গৌরব
স্বপ্নের ছায়াতে এলো বুঝি পান্থ
দিল মোরে গৌরব মধুময় মায়াতে।
তাই এ-হৃদয় তার পরশন মাগে
লাগে দোলা লাগে।

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

* * *

* *

(ওরে ও) পদ্মা মোদের মা জননী আমাদের মা জননী রে
পদ্মা মোদের প্রাণ ও ভাই আমাদের মা জননী রে।

তার সোণার জলে মোদের ক্ষেতে ভরে সোণার ধান
(ওরে ও) পদ্মা মোদের মা জননী আমাদের মা জননী রে।
তার বালির চরে কাশের ফুলে মোদের সবার পরাণ দুলে রে
আবার চাঁদনি রাতের ঝলমলানি
বুকে জাগায় গান ও ভাই বুকে জাগায় গান রে
বুকে জাগায় গান,
(ওরে ও) পদ্মা মোদের মা জননী আমাদের মা জননী রে।

ঝড় বাদলে মাতলা ঢেউয়ে উথাল পাতাল জাগে
হিয়ার তলে কোন্ দরিয়ায় কার সে নাচন লাগে—
রঙ্গিলা নাও স্রোতে বাইয়া বন্ধু আসে ভিনদেশীয়া
আর আপন ভুইল্যা রূপবতী ভাসায় কলসখান
(ওরে ও) পদ্মা মোদের মা জননী আমাদের মা জননী রে।

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মুভীস্থান লি.

একমাত্র পরিবেশক :

মুভীস্থান লিমিটেড

১০৭, লোয়ার সার্কুলার রোড,

কলিকাতা

মুভীস্থান লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রী সুধীর কুমার দাশ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শৈল আর্ট প্রেস—৪২নং, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট
হইতে শ্রী উমাপতি গাঙ্গুলি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

দাম দুই আনা।